আমি ও আমার পিতা এক। (যোহন ১০:৩০)

দু'টি কথা: আমার খুব ইচ্ছা ছিলো এই ব্যাপারে কিছু লেখার। এই ব্যাপারে পক্ষে বিপক্ষে অনেক কথাই জেনেছি। নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে ব্যাপারটাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। কোনো ধরণের ভুল হলে তা ধরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ রইলো। লেখার ক্ষেত্রে আমি চেষ্টা করেছি সত্যটা তুলে ধরতে এবং এতে আমি আমার ধর্মিয় বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত নই।

প্রাথমিক আলোচনা: বাইবেলের দু'টি প্রধান ভাগ - (১) **পুরাতন নিয়ম (Old Testament)** ও (২) **নতুন নিয়ম (New Testament)**।

নতুন নিয়মে রয়েছে যিশুর জীবনির উপর লেখা চারটি পুস্তক, যার একটির নাম **'যোহনের সু-সমাচার' (Gospel Of John)**। সেখানে যিশু খৃস্টের একটি উক্তি উল্লেখিত হয়েছে, **"আমি ও আমার পিতা এক"** - এই উক্তির ব্যাখ্যা কি, এটাই আলোচনার মূল বিষয়।

প্রসংগ সহ আলোচিত উক্তিটি:

*"[২৩] যীশু মন্দির চত্বরে শলোমনের বারান্দাতে পায়চারি করছিলেন। [২৪] কিছু ইহুদী তাঁর চারপাশে জড়ো হয়ে তাঁকে বলল, "তুমি আর কতকাল আমাদের অনিশ্চয়তার মধ্যে রাখবে? তুমি যদি মশীহ হও তাহলে আমাদের স্পষ্ট করে বল। [২৫] এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, "আমি তোমাদের ইতিমধ্যেই বলেছি, আর তোমরা তা বিশ্বাস করছ না। আমি আমার পিতার নামে যে সব অলৌকিক কাজ করি সেগুলিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে। [২৬] কিন্তু তোমরা বিশ্বাস করো না, কারণ তোমরা আমার পালের মেষ নও। [২৭] আমার মেষরা আমার কণ্ঠস্বর শোনে। আমি তাদের জানি, আর তারা আমার অনুসরণ করে। [২৮] আমি তাদের অনন্ত জীবন দিই, আর তারা কখনও বিনষ্ট হয় না, আমার হাত থেকে কেউ তাদের কেড়ে নিতেও পারবে না। [২৯] আমার পিতা, যিনি তাদেরকে আমায় দিয়েছেন, তিনি সবার ও সবকিছু থেকে মহান, আর কেউ পিতার হাত থেকে কিছুই কেড়ে নিতে পারবে না। **[৩০] আমি ও পিতা, আমরা এক।" [৩১] ইহুদীরা তাঁকে মারবার জন্য আবার পাথর তুলল।** [৩২] যীশু তাদের বললেন, "পিতার শক্তিতে আমি অনেক ভাল কাজ করেছি, তার মধ্যে কোন্ কাজটার জন্য তোমরা পাথর মারতে চাইছ?" [৩৩] ইহুদীরা এর উত্তরে তাঁকে বলল, "তুমি যে সব ভাল কাজ করেছ, তার জন্য আমরা তোমায় পাথর মারতে চাইছি না। কিন্তু আমরা তোমাকে পাথর মারতে চাইছি এই জন্য যে, তুমি ঈশ্বর নিন্দা করেছ। **তুমি একজন মানুষ, অথচ নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবী করছ।" (যোহন ১০:২৩-৩৩)***

এই উক্তির ব্যাপারে খৃস্টানদের দাবি: এই পদগুলিতে যিশু স্পষ্ট করে বলেছেন যে, **তিনি ও পিতা (ঈশ্বর) এক। তাই প্রমাণ হয় যিশুই ঈশ্বর।** তাছাড়া ইহুদিরাও তার এই কথার অর্থ এটাই বুঝেছিলো আর তাই তারা তাকে পাথর মারতে চেয়েছিলো।

যিশুর এই কথা আক্ষরিক নাকি রূপক: যদি ধরে নেওয়া হয় যে, যিশুর এই কথা আক্ষরিক অর্থাৎ আক্ষরিক অর্থেই যিশু ও ঈশ্বর এক, তাহলে **(প্রথমত)** এই কথাটি বাইবেলের অন্য পদের সাথে **বিরোধ সৃষ্টি করে**। কারণ যিশু হচ্ছেন **মানুষ**। অনেক পদে যিশুকে 'মানুষ' বলা হয়েছে। যেমন:

> *"আমি সেই **লোক** যে ঈশ্বরের কাছ থেকে সত্য শুনেছি এবং তোমাদের তা বলেছি।" (যোহন ৮:৪০)*

এই পদে লোক বুঝাতে ব্যবহৃত মূল গ্রীক শব্দ হলো **Ανθρωπον** (anthropon) যার অর্থ **মানুষ**। এই শব্দটি দ্বারা বাইবেলের অন্য স্থানেও মানুষ বুঝানো হয়েছে। যেমন: **মথি ৯:৯; মার্ক ২:২৭; লূক ৮:৩৫; যোহন ৭:৫১ ইত্যাদি।**

আবার কিছু পদে তিনি নিজেকে **'মানুষের পুত্র' (Son Of Man)** বলেছেন। যেমন: **মথি ১২:৪০; ১৬:২৭; মার্ক ২:১০; যোহন ৫:২৭**। অন্য দিকে বাইবেলে বলা হয়েছে **ঈশ্বর মানুষ নন**। যেমন:

*"**ঈশ্বর মানুষ নন;** তিনি মিথ্যে বলবেন না। **ঈশ্বর মানুষ নন;** তাঁর সিদ্ধান্তের পরিবর্তন হবে না।" (গণনা পুস্তক ২৩:১৯)*

এবং **(দ্বিতীয়ত)** ইহা বিবেক-বিরোধী। কারণ মানুষ ও ঈশ্বর এক হতে পারে না। মানুষ সীমাবদ্ধ অপর দিকে ঈশ্বর যিনি অসিম। তিনি কোনো রূপ সীমায় আবদ্ধ নন কিন্তু মানুষ অনেক দিক থেকে সীমাবদ্ধ। তাই সাধারণ জ্ঞানের আলোকে এটা সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে, **ঈশ্বর ও মানুষ এক হতে পারে না**। তাহলে এটা মেনে নিতেই হবে যে, এখানে **যিশুর এই কথাটি রূপক**।

যিশু ও ঈশ্বর আলাদা: বাইবেলে যিশুর এমন কিছু উক্তি রয়েছে যা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যিশু ও ঈশ্বর আলাদা। যেমন:

*"[১] যীশু বললেন, "আমিই প্রকৃত **আঙ্গুর লতা,** আর আমার পিতা আঙ্গুর ক্ষেতের প্রকৃত **কৃষক।"** (যোহন ১৫:১)*

এখানে যিশু নিজেকে 'আঙ্গুর লতা' ও ঈশ্বরকে 'কৃষক' বলেছে। এটা স্পষ্ট যে, কৃষক যিনি আঙ্গুর চাষ করেন তিনি আর আঙ্গুর লতা এক হতে পারে না। অন্যত্র যিশু বলেন,

*"তোমাদের নিয়মে লেখা আছে, যখন **দুই ব্যক্তি** একই সাক্ষ্য দেয় তখন তা সত্যি। আমি নিজেই নিজের বিষয়ে সাক্ষ্য দিই। আর পিতা, যিনি আমায় পাঠিয়েছেন তিনিও আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেন।" (যোহন ৮:১৭-১৮)*

এখানেও দেখা যাচ্ছে, **যিশু ও ঈশ্বর উভয় এক নয় বরং আলাদা দু'জন**। এখন মূল আলোচিত কথাটি যদি রূপক না হয় তাহলে তা - যে সকল উক্তি প্রমাণ করে যিশু ও ঈশ্বর আলাদা সেগুলির সাথে বিরোধ সৃষ্টি করে। তাই এটা মেনে নিতেই হবে যে, 'আমি ও আমার পিতা এক' - কথাটি রূপক।

তাহলে ইহুদিরা কেনো পাথর মারতে চাইলো: যদি যিশু এই কথার দ্বারা নিজেকে ঈশ্বর না বুঝিয়ে থাকেন তাহলে ইহুদিরা তাকে কেনো পাথর মারতে গেলো? কারণ তারা যিশুর এই **রূপক কথাটির অর্থ বুঝতে পারি নি।** এটা যিশুর কথা বলার একটা ধরণ ছিলো যে তিনি এমন ভাবে কথা বলতে যাতে বক্তা অনেক ক্ষেত্রেই বুঝতে না পারে। এই কথা তিনি নিজের মুখেই স্বিকার করেছেন। যেমন:

*"[১০] তখন যীশু তাঁদের বললেন, "ঈশ্বরের রাজ্যের নিগূঢ় তত্ত্ব তোমাদের জানতে দেওয়া হয়েছে; কিন্তু বাকি সকলের কাছে দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বলা হয়েছে: '**যেন তারা দেখেও না দেখে, শুনেও না বোঝে।**" (লূক ৮:১০)*

মৃত্যুর আগেও তিনি বলেছেন যে তিনি তাদের সব কথা **রূপক** ভাবে বলেছেন। যেমন:

"[২৫] আমি হেঁয়ালি করে তোমাদের এসব বলেছিলাম। সময় আসছে যখন আমি আর হেঁয়ালি করে তোমাদের কিছু বলব না, বরং পিতার বিষয় সরল ভাষায় তোমাদের কাছে ব্যক্ত করব।" (যোহন ১৬:২৫)

*"Though I have been speaking **figuratively**, a time is coming when I will no longer use this kind of language but will tell you plainly about my Father." (TNIV)*

আবার তিনি এমন গল্প বলতেন যা তার **শিষ্যরাও বুঝতেন না,** তবে পরে তিনি তা ব্যাখ্যা করে বলতেন। যেমন: **লূক ৮:৪-২১**

অনেক সময় যিশু এক শব্দ দ্বারা সম্পূর্ন ভিন্ন জিনিষকে বুঝাতেন। যেমন:

*"[১৯] এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, **"তোমরা এই মন্দির ভেঙ্গে ফেল,** আমি তিন দিনের মধ্যে একে আবার গড়ে তুলব।" [২০] তখন ইহুদীরা বলল, "এই মন্দির নির্মাণ করতে ছেচল্লিশ বছর লেগেছিল আর তুমি কিনা তিন দিনের মধ্যে এটা গড়ে তুলবে?" **[২১] কিন্তু যে মন্দিরের কথা তিনি বলছিলেন তা হচ্ছে তাঁর দেহ।"** (যোহন ২:১৯-২১)*

এখানে তিনি **সলোমনের মন্দির (বা বাইতুল মাকদিস)** দ্বারা নিজের দেহ কে বুঝিয়েছেন।

অন্য দিকে ইহুদিদের স্বভাব ছিলো যে, তারা সব কথার শুধু **আক্ষরিক ব্যাখ্যা** করতো। তারা কোনো রূপক ব্যাখ্যা করতো না। এমন উদাহরণ বাইবেলে অনেক রয়েছে। যেমন যিশু ও ইহুদি নেতা নীকদিম এর আলাপ **(যোহন ৩:৩ -৪),** যিশু ও সমরীয় এক নারীর আলাপ **(যোহন ৪:১০-১২)** ইত্যাদি

এইরূপ নানা কারণে আলোচিত কথাটির অর্থ ইহুদিরা অনুধাবন করতে পারে নি।

তাহলে এই কথার অর্থ কি: এই কথার দ্বারা যিশু কি বুঝিয়েছেন এটা এর পরের পদ গুলিতে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন।

*"[৩৪] যীশু তাদের বললেন, "তোমাদের বিধি-ব্যবস্থায় কি একথা লেখা নেই যে, **'আমি বলেছি তোমরা ঈশ্বর?' [৩৫] শাস্ত্রে তাদেরই ঈশ্বর বলেছিল যাদের কাছে ঈশ্বরের বাণী এসেছিল।** আর শাস্ত্র সব সময়ই সত্য। [৩৬] আমিই সেই ব্যক্তি, পিতা যাঁকে মনোনীত করে জগতে পাঠালেন। **আমি বলেছি, 'আমি ঈশ্বরের পুত্র।' তবে তোমরা কেন বলছ যে আমি ঈশ্বর নিন্দা করছি?"** (যোহন ১০:৩৪-৩৬)*

এখানে যিশু ইহুদিদের কিতাব থেকে একটি পদ উল্লেখ করে বলেন যে, যাদের কাছে ঈশ্বর কথা এসেছে তাদের তো তিনি ঈশ্বর বলেছেন। এই বিষয়টি বাইবেলের পুরাতন নিয়ম (বা ইহুদিদের গ্রন্থে) পাওয়া যায়। যেমন সেখানে মূসা (আ) কে ঈশ্বর বলা হয়েছে যেমন: **যাত্রা পুস্তক ৭:১**। এখানে ঈশ্বরের বাণী মূসার নিকট আসার কারণে মূসা যেমন ঈশ্বর, যিশুও সেই রূপেই ঈশ্বর। কিন্তু খৃস্টানরা মুসাকে ঈশ্বর মনে করেন না। পরের পদে আবার যিশু বলেছেন যে, তিনি আসলে নিজেকে **ঈশ্বর পুত্র** বলেছেন। এই কথাও পুরাতন নিয়মে আছে।

*"আমি ঈশ্বর বলছি, "তোমরা দেবতা| **তোমরা পরাৎপরের সন্তানগণ|** (গীতসংহিতা ৮২:৬)*

এখানে বাংলা অনুবাদে '**দেবতা**' থাকেলেও ইংরেজি অনুবাদে God শব্দটি রয়েছে। *"I said, 'You are **"gods"; you are all sons of the Most High.**" (TNIV)*

তাছাড়া এখানে ঈশ্বর/দেবতা/God বুঝাতে মূল হিব্রু শব্দ **אלהים** (elohim) যা দ্বারা বাইবেলে ঈশ্বর কে ডাকা হয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে ঈশ্বর যাদেরকে ঈশ্বর বলে ঘোষণা করলেন পরেই আবার তাদের ঈশ্বরের সন্তান বল্লেন। যিশুও এই কথার দ্বারা মূলত নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বুঝিয়েছেন। আর **ঈশ্বরের পুত্র বলা হয় কোনো ধার্মিক বা ঈশ্বরের কোনো প্রিয় মানুষকে।** যিশুর এই কথার দ্বারা যদি যিশু ঈশ্বর প্রমাণিত হোন তাহলে তার আগে আসা সকল নবিকে ঈশ্বর বলতে হবে কারণ তাদের কাছেও ঈশ্বরের বাণি এসেছিলো। কিন্তু খৃস্টানরা শুধু যিশুকেই ঈশ্বর বলে বিশ্বাস করে।

এক হওয়ার অর্থ উদ্দেশ্যের দিক থেকে এক হওয়া: একই কথা যিশু তার শিষ্যদের ব্যাপারেও বলেছেন। যেমন

*"[২১] পিতা, যেমন তুমি আমাতে রয়েছ, আর আমি তোমাতে রয়েছি, **তেমনি তারাও যেন এক হয়।** তারা যেন আমাদের মধ্যে থাকে যাতে জগত সংসার বিশ্বাস করে যে তুমি আমাকে পাঠিয়েছ। [২২] আর তুমি আমায় যে মহিমা দিয়েছ তা আমি তাদের দিয়েছি, **যাতে আমরা যেমন এক, তারাও তেমনি এক হতে পারে।** (যোহন ১৭:২১-২২)*

*"that **all of them may be one,** Father, just as you are in me and I am in you. May they also*

*be in us so that the world may believe that you have sent me. 22I have given them the glory that you gave me, that **they may be one as we are one**" (TNIV)*

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, 'যিশু ও ঈশ্বরের একত্ব' যেমন যিশুর 'শিষ্যদের একত্ব'ও সেইরূপ। আমরা বাইবেল থেকে জানতে পারি যে, যিশুর ১২ জন শিষ্য ছিলেন, যারা ছিলেন মূলত উদ্দেশ্যের দিক থেকে এক। তারা সত্ত্বাগত ভাবে এক ছিলেন না। আর এখানে যিশু তাদের এই একত্বকে তুলনা করেছেন তার ও ঈশ্বরের একত্বের সাথে অর্থাৎ **যিশু ও ঈশ্বরও সত্ত্বাগত ভাবে এক ছিলেন না**।

Indeed Allah knows the best

Contact: monowarbinzahid@gmail.com